কেন ?

কেন এই পৃথিবীতে এত দুঃখ, বিষন্নতা ?

মন্দ কথা, মানুষ পাচার, যুদ্ধ, দাসত্ব, মানুষ সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নিয়ে এই আইনের শাসন বিহীন পৃথিবীতে মানুষ আজ ক্ষমতা লোভীদের হাতে বিপদগ্রস্থ।

ভগ্নস্বাস্থ্য, নেশা, বিচ্ছিন্ন পরিবার, যত্রতত্র হিংস্রতা, ভূমিকম্প, সুনামী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দুঃখ, অশ্রু এবং অন্তিম বিপর্যয় মৃত্যু। প্রত্যেকে এর সঙ্গে জড়িত। হৃদয় বিদারক ঘটনা থেকে কেউই মুক্তি পাবে না।

এই বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করুন

- এই পৃথিবীতে কেন দুঃখ বিষন্নতা রয়েছে এই বিষয়ে আপনি কী মনে করেন ?
- আপনার পরিবার, সমাজে কী সমস্যা রয়েছে ?
- আপনি কি আপনার জীবনে কোন দুঃখ, সমস্যা, বিষন্নতা অনুভব করছেন ?

সব সময় এই রকম ছিল না

বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য মানব জাতির প্রতি আমাদের বলে সবসময় এই রকম ছিল না।

আদিতে সৃষ্টিকর্তা স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। তাঁর সৃষ্ট সকলই উত্তম এবং সুন্দর।

তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ছিল প্রথম মানব ও প্রথম মানবী।

সৃষ্টির বিষয় আদিপুস্তক ১ এবং ২ অধ্যায় পড়ুন এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি চিন্তা করুন

- আপনি সৃষ্টির বিষয় থেকে ঈশ্বর সম্পর্কে কী জানতে পারেন ?
- ঈশ্বর কেন মানবজাতি সৃষ্টি করলেন ?
- ঈশ্বর আপনাকে কেন সৃষ্টি করেছেন ?

ভয়ঙ্কর বিপর্যয়

ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য বাইবেল আমাদের বলে প্রথম মানব মানবী ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আর সন্তুষ্ট থাকতে চাইল না। তারা আর ঈশ্বরের সেবা ও আরাধনা করতে চাইল না। তারা নিজেরাই ক্ষমতা শালী হতে চাইল। ঈশ্বর ছাড়াই এই পৃথিবীকে শাসন করতে চাইল। অচিন্তনীয় এক বিদ্রোহের মধ্যে, ঘোষণা করল যে তারা আর এই জগতের সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের অধীন নয়।

আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয় সম্পর্কে পড়ুন ও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে চিন্তা করুন

- এই গল্পের মধ্যে সর্প কে ?
- মানব মানবী ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া সম্বন্ধে আপনি কী মনে করেন ?
- যখন মানব মানবী অবাধ্য হল তখন কী ঘটল ?

মৃত্যুর চারটি দিক

বাইবেল আমাদের বলে মানুষের পাপ এই জগতে দুঃখ, বিষন্নতা ও মৃত্যু নিয়ে এল ভয়ঙ্কর বিপর্যয়, মৃত্যু এল চারটি দিক দিয়ে।

মৃত্যু উর্দ্ধদিকে

সৃষ্টিকর্তার বিদ্রোহী মানুষেরা ঈশ্বরকে মানল না, জানল না বরং তাদের কল্পনার নতুন দেবতা গঠন করল কাঠ আর পাথর দিয়ে যে দেবতা কথা বলে না, শোনে না, দেখতে পায় না যে দেবতা নিষ্ঠুর ও হঠকারী।

মৃত্যু বাইরে

মানুষ মানুষকে কটুকথা বিতরণ করল, দাসত্বে বাঁধল, হত্যা করল, জাতির বিরুদ্ধে জাতি যুদ্ধে উদ্যত, বিচার ব্যাবস্থা নির্বাসিত, এই পৃথিবী ব্যাপি দুঃখে মানুষ কাঁদল, ভাবল কোন আশা কী নেই ?

মৃত্যু নীচে

পৃথিবী আর আনন্দের উদ্যান রইল না। পৃথিবী মানুষের পদদলিত, কাঁটা আর আগাছায় ছেয়ে গেল চারিদিক, পৃথিবী ভারসাম্য বিহীন, খরা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প। জগৎ সন্তান প্রসবকারী স্ত্রীলোকের মত কম্পিত।

মৃত্যু ভিতরে

লজ্জা, অপরাধ, একাকিত্ব, উদ্বেগ, আশাহীনতা আর ভয়, কোন কিছু থেকেই জগতের মুক্তি নেই।

এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা করুন-

- ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক কীভাবে আপনার জাতি, পরিবার ও জীবনে বিঘ্নিত হয়েছে ?
- কীভাবে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ?
- আপনি যেখানে বাস করেন সেখানে কী সমস্যা আছে যা জীবনকে কঠিন করে তোলে ?
- এর মধ্যে কোনগুলি আপনার জীবনে আছে বলে আপনি মনে করেন ?

☐ লজ্জা, ☐ আশাহীনতা,
☐ ভয়, ☐ একাকিত্ব,
☐ অপরাধবোধ, ☐ উদ্বিগ্নতা

এই জগতকে পুনরুদ্ধার ও পুনর্নবীকরণের জন্য স্রষ্টার পরিকল্পনা

যদিও এই জগৎ ঈশ্বরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, তবুও ঈশ্বর এই জগতকে ভালবাসলেন।

তিনি যাদের সৃষ্টি করে ছিলেন তাদের ভালবাসেন। তিনি এমন একজন মানুষের অন্বেষণ করলেন, যার মধ্যে দিয়ে সমগ্র জগৎ ও মানবজাতিকে তাঁর সুন্দর ও প্রেমের পরিকল্পনা অনুযায়ী যেন পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

একদিন ঈশ্বর এক মানুষের সন্ধান পেলেন, তাঁর নাম অব্রাহাম।

অব্রাহাম ছিলেন সত্য সন্ধানী, আর তার হৃদয় ছিল উদ্বিগ্ন। একদিন ঈশ্বর তার সঙ্গে কথা বললেন। অব্রাহাম, অব্রাহাম আমি তোমার অনুসন্ধান দেখেছি, আমি তোমার হৃদয় দেখেছি, আর এখন

আমি তোমার কাছে এলাম, আমি সর্ব্ব সৃষ্টির উপরে সত্য ঈশ্বর। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করব খ্যাতিমান করব এবং তোমাকে এক মহান জাতি করব।

তোমার মধ্য দিয়ে আমি জগতের সকল পরিবারকে আশীর্বাদ করব।

এটি বৈপ্লবিক, এটি প্রগতিশীল, এটি স্বতন্ত্র।

কোন ঈশ্বর কখনও এমন কথা বলেননি, কারণ এই জগতের মিথ্যা দেবতারা বাস্তব নয়।

কিন্তু সত্য ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা, প্রেমের ঈশ্বর মানব জাতিকে তাঁর নিজের সঙ্গে পুনর্মিলন করতে চাইলেন এবং আশা ও প্রতিজ্ঞার কথা বললেন।

আদিপুস্তক ১২:১-৩ পদে অব্রাহামের সম্বন্ধে পড়ুন এবং এই বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করুন

- ঈশ্বর অব্রাহামকে কী বললেন ?
- ৩ পদে অব্রাহাম সম্পর্কে ঈশ্বরের উক্তিতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কী ?
- ঈশ্বর কেন এই প্রতিজ্ঞা করেছেন সেই সম্পর্কে আপনি কী ভাবেন ?

এই জগতে উদ্ধারকর্তা সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা

শতাব্দির পর শতাব্দি অব্রাহামের পরিবার বৃদ্ধি পেয়ে এক মহান জাতিতে পরিণত হল। একদিন সত্য ঈশ্বর এইসব জাতির নেতাদের ডেকে বললেন - "আমি অব্রাহামকে দেওয়া আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করি। আর আমি এমন একজনকে নিয়ে আসব যে কিনা এই জগতের সমস্ত দুঃখ, বিষন্নতার অবসান করবে।"

ঈশ্বর বর্ণনা করলেন ভাববাদী অব্রাহামের পরিবারের মধ্যে দিয়ে কিভাবে পরিত্রাণ আসবে, এটি সম্ভব হবে এক বিশেষ শিশুর মধ্যে দিয়েঃ

কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন, একটি পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে; আর তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্তৃত্বভার থাকিবে, এবং তাঁহার নাম হইবে-

'আশ্চর্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'।

তাঁহার রাজ্যের উপরে কর্তৃত্ব বৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না।
যেন তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয়, ন্যায়বিচার ও ধার্ম্মিকতা সহকারে এখন অবধি অনন্তকাল পর্যন্ত।
বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্যোগে ইহা সম্পন্ন করিবে!

প্রতিজ্ঞাত ব্যক্তির জন্ম

আর একদিন সেই শিশু জন্মগ্রহণ করলেন তিনি অন্য শিশুদের মত জন্মালেন না, তিনি অলৌকিক শিশু। 'কুমারীর গর্ভে জন্ম হবে তাঁর' যা ইঙ্গিত করে তিনি ঈশ্বরের বিশেষ শিশু। যিনি এই জগতের সকল দুঃখ, কষ্ট থেকে উদ্ধার করবেন, যারা তাদের পাপ পথ থেকে ফিরবে তাদের সকলকে অনন্ত জীবন দান করবেন।

তাঁর জন্মের সময় স্বর্গদূতেরা এলেন, দূরবর্তী মানুষেরা আরাধনা করতে এলেন। এই শিশু সম্বন্ধে জ্ঞানীদের কণ্ঠে ভাববাণী উচ্চারিত হল যে শিশুটি মহান কাজ করবেন, এই একজন হলেন জগতের মুক্তিদাতা, তাঁর নাম যীশু।

লূক ২:১-২০ পদে যীশুর জন্মের বিষয় ও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে চিন্তা করুন

- কুমারীর গর্ভে যীশু কেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই সম্পর্কে আপনি কি ভাবেন ?
- স্বর্গের দূতেরা এই শিশুটি সম্পর্কে কী বলেন ?
- এই শিশুটি কে এবং কেন তিনি এই জগতে জন্মগ্রহণ করলেন ?

প্রতিজ্ঞাত ব্যক্তির জীবনী

যীশুর তখন ৩০ বছর বয়স, তিনি জানতেন জগতকে পুনঃস্থাপিত করার কাজ শুরু করতে হবে।

জনতার মধ্যে দিয়ে তিনি যাচ্ছেন, ঘোষণা করছেন সময় পূর্ণ হয়েছে, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট।

জগৎ অন্ধকার দেখেছে, জগৎ সংসার দুঃখ কষ্টে পরিপূর্ণ, এখন সময় হয়েছে।

মানুষের কাছে মুক্তিবার্তা নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রত্যাবর্তন।

পরাক্রমে তিনি বললেন। বললেন কর্তৃত্ব সহকারে। সহানুভূতির সঙ্গে তিনি রোগীকে সুস্থ করলেন।

তিনি দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি দিলেন, খঞ্জকে হাঁটতে দিলেন, মৃত শিশুকে ফিরিয়ে দিলেন দুঃখী পিতামাতার কোলে।

মন্দ আত্মায় আক্রান্তকে মুক্তি দিলেন। সর্বোপরি ফিরে আসা পাতকীকে ক্ষমা করলেন,

তিনি তাদের আশা দিলেন, নব উদ্যম দিলেন।

ঈশ্বরের আলো অন্ধকারকে দূর করে বাঁধন হারা আনন্দ এনে দিল।

অব্রাহামের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে ঈশ্বর বিশ্বস্ত ছিলেন।

যীশুর জীবনী সম্পর্কে পড়ুন এবং এই বিষয়গুলি নিয়ে ভাবুন

- লূক ৫:১২-১৬ পদ অসুস্থতার উপরে যীশুর শক্তির বিষয়ে পড়ুন এই ঘটনাটি আপনাকে কী চিন্তা দেয়, আপনি কার কথা মনে করছেন কার এই ঘটনাটি জানা দরকার ?
- লূক ৪:৩১-৩৭ পদ পড়ুন মন্দ আত্মার উপরে যীশুর ক্ষমতা সম্পর্কে। এই ঘটনাটি আপনাকে কী চিন্তা দেয়, আপনি কার কথা মনে করছেন কার এই ঘটনাটি জানা দরকার ?
- লূক ৭:১১-১৭ পদে পড়ুন মৃত্যুর উপরে যীশুর ক্ষমতা সম্পর্কে। এই ঘটনাটি আপনাকে কী চিন্তা দেয়, আপনি কার কথা মনে করছেন কার এই ঘটনাটি জানা দরকার ?
- লূক ৫:১৭-২৬ পদে পড়ুন যীশুর ক্ষমা করার ক্ষমতা সম্পর্কে। এই ঘটনাটি আপনাকে কী চিন্তা দেয়, আপনি কার কথা মনে করছেন কার এই ঘটনাটি জানা দরকার ?

যীশুর মৃত্যু

কিন্তু সকলেই সুখী ছিল না। কিছু মন্দ মানুষের কাছে তখনই ক্ষমতা রয়ে গেছে, যেমন মহা দুর্যোগের প্রাক্কালে দেখা গেছে। তারা যীশুর

কাজকে পছন্দ করল না, যীশু তাদের কাছে এক ভয়াবহ মানুষ।

তারা যীশুর পিছু নিল, একদিন বন্দি করল, বিচারে আনল, অপরাধি সাব্যস্ত করল এবং রোমীয় ক্রুশে ক্রুশারোপিত করল।

লূক ২২:৫৪-২৩:৫৬ পড়ুন যীশুর মৃত্যু সম্বন্ধে এবং এই বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করুন।

- কেন নেতারা তাঁর বিরোধিতা করেছিল ?
- "পিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা কী করিতেছে তাহা জানে না," যীশু কেন বলেছিলেন ? কারা তাঁর সাথে অন্যায় আচরণ করেছে, তাদেরকে যীশু ক্ষমা করেছেন তা জানতে পেরে আপনার কী রকম অনুভূতি বোধ করেন ?
- ঐদিন যীশুর সাথে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছির। সেই মানুষটি যীশুর কাছে দয়া ভিক্ষা করেছিলেন, আর যীশু তাকে বলেছিলেন, "অদ্যই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে যাবে" এই বিষয়টি যীশুর সম্পর্কে আমাদের কি শিক্ষা দেয় ?

যীশুর পুনরুত্থান

মনে হচ্ছিল সর্বোপরি অন্ধকার জয়লাভ করেছে। মনে হল জগতে নেমে আসা জ্যোতিকে অন্ধকার পরাজিত করল। *তিনদিন পরের ঘটনা তখনও বাকী।*

স্ত্রীলোকেরা সমাধির কাছে গেল যীশুর দেহে তৈল লেপন করতে কিন্তু গিয়ে দেখে শুন্য সমাধি। স্বর্গদূত এল তাদের কাছে মহান ঘটনা জানালেন যে যীশু মৃতদের মধ্যে থেকে উঠেছেন।

যীশু মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হলেন।

যীশু আবার পুনরুত্থিত হলেন এক অবিনশ্বর দেহ নিয়ে তাঁর আর কখনও মৃত্যু হবে না। যীশু অন্ধকারের কাছে পরাজিত হননি। বরং তিনি অন্ধকারকে জয় করলেন।

ক্রুশে মৃত্যু তাঁর পরাজয় ছিল না এটি ছিল ক্রুশে তাঁর বিজয় প্রাপ্তি, তিনি জগতের পাপের মূল্য চুকিয়েছেন, আর তাঁর পুনরুত্থানের মধ্যে ঈশ্বরের নতুন সৃষ্টি শুরু হল।

আর অব্রাহামের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মত সমস্ত কিছুই পুনঃস্থাপিত হল।

লূক ২৪:১-৪৩ পদে যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে পড়ুন এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করুন

- যীশু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হবার পর প্রথম কাকে দেখা দিলেন ?
- যে দুজন ইম্মায়ূর পথে যাচ্ছিলেন আর যীশু তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তিনি তাদেরকে কী শিক্ষা দিচ্ছিলেন?
- যীশু যখন শিষ্যদের দেখা দিলেন কেন তিনি তাদের সঙ্গে আহার করলেন, এই বিষয়ে আপনি কী চিন্তা করেন?
- পুনরুত্থিত যীশু বলেছেন, "শান্তি তোমাদের সহবর্তী হউক," আপনি কি বিশ্বাস করেন যীশু আপনার জীবনে শান্তির বিষয়ে বলতে চান ?
- পুনরুত্থিত যীশু এবং তাঁর শান্তি সম্বন্ধে আর কাদের জানা উচিৎ ?

যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান আপনার কাছে আপনার পরিবার এবং আপনার জাতির কাছে কী অর্থ প্রকাশ করে ?

যীশুর মৃত্যু

ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য আমদের শিক্ষা দেয় যে যীশুর মৃত্যু কোন দুর্ঘটনা বা দুঃখজনক ঘটনা নয়। এটি আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে তাঁর মৃত্যু ছিল ঈশ্বরের পরিকল্পনা, যেন সকলেল পাপের জন্য তিনি বলিকৃত হন, যার দ্বারা আমরা সবাই ক্ষমাপ্রাপ্ত হই।

নিচের দুটি পদ ঈশ্বরের বাক্য থেকে পড়ুন।

> *"কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে।"*
> -রোমীয় ৩:২৩
>
> *"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন।"* -রোমীয় ৬:২৩

ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য আমাদের শিক্ষা দেয় যে সকলেই আমরা পাপ করেছি এবং ঈশ্বর থেকে দূরে চলে গেছি। এটি আরও আমাদের শিক্ষা দেয় যে আমাদের পাপ ঈশ্বরের থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করেছে এবং এই জগতে মৃত্যুকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ইহা আমাদেরকে আরও শিক্ষা দেয় যে যীশু আমাদের সকল পাপের মূল্য চুকিয়েছেন এবং তাঁর মধ্যে দিয়েই আমরা ক্ষমা ও জীবন পাই।

নীচের পদটি পড়ুন যা ব্যাখ্যা করে আমাদের জায়গায় যীশু মৃত্যু বরণ করেছেন।

> *"কারণ খ্রীষ্টও একবার পাপসমূহের জন্য দুঃখভোগ করিয়াছিলেন- সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি অধার্ম্মিকদের নিমিত্ত- যেন আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যান। তিনি মাংসে হত, কিন্তু আত্মায় জীবিত হইলেন।"*
> -১ পিতর ৩:১৮

আমাদের সকল পাপ যীশু নিজের উপর তুলে নিলেন এবং তার জন্য

মূল্য দিলেন- তা হল মৃত্যু। তিনি আপনার পরিবারের আপনার জাতির এবং জগতের সমস্ত পাপ নিজের উপর তুলে নিলেন। আপনার চিন্তা করার জন্য

> একটি প্রশ্ন- যখন আপনি মনে করেন যীশু জগতের, আপনার পরিবারের এবং আপনার পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, এই বিষয়ে আপনার কীরকম অনুভূতি হয় ?

যীশুর পুনরুত্থান

যীশুর মৃত্যুর তিন দিন পর যখন তিনি পুনরুত্থিত হলেন ঈহা আমাদের দেখায় যে, ক্রুশেতে তাঁর মৃত্যু আমাদের পাপের মূল্য চোকানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। এবং তা আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আমাদের পাপের মূল্য মেটানো হয়েছে। আমরা ক্ষমা পেতে পারি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে পারি!

মৃত্যুর তিন দিন পর যীশুর পুনরুত্থান আমাদের দেখায় যে, তিনি কে ছিলেন ? সেই সম্বন্ধে তিনি সত্যই বলেছিলেন যে তিনি সেই প্রতিজ্ঞাত জন জগতের সকল মানুষের উদ্ধারকর্তা, যিনি জগতে এসেছিলেন এবং এই জগতের সত্য ঈশ্বর। তিনি আপনার ঈশ্বর ও উদ্ধারকর্তা হতে চান!

এই প্রতিজ্ঞা ঈশ্বরের পবিত্র পুস্তকে আমাদের জন্য

"কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে।" কারণ "যে কেহ প্রভুর নামে ডাকে, সে পরিত্রাণ পাইবে।" -রোমীয় ১০:৯, ১৩

পরিত্রাতা ও ঈশ্বর হিসাবে আপনার জীবনে যীশুকে কি পেতে চান ? যীশু জীবন্ত তিনি আপনাকে ভালবাসেন, তিনি আপনার পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। আপনার জীবনে আশীর্বাদ করার জন্য তিনি পুনরুত্থিত ও জীবন্ত। তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছেন যেন আপনি তাঁকে এইভাবে ভাবতে পারেন :-

"প্রিয় প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই জগতে আসার জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই। মানুষকে ভালবাসার জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই। তুমি রোগীকে সুস্থ করেছো। তুমি মৃতকে জীবন দিয়েছ। তুমি পাপীদের প্রতি করুণাবিষ্ট হয়েছ। কিন্তু সবথেকে মহৎ বিষয় যা আমি উপলব্ধি করি তা হল, তুমি আমার পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছ। আমি যা কিছু করেছি তার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি চাই তুমি আমার জীবনে এস এবং আমার জীবনের পরিত্রাতা ও ঈশ্বর হও। আমি তোমাকে অনুসরণ করতে চাই এবং তোমার কথা অন্যকে বলতে চাই। আমেন।"

যীশুর পুনরুত্থানের পর

যীশু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হবার পর তিনি তাঁর শিষ্যদের এক জায়গায় একত্র করলেন এবং তাদেরকে তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হাত ও পায়ের ক্ষতস্থান দেখালেন যা রোমীয় ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিল।

তিনি তাদের বোঝালেন তাঁর উপর বর্ষিত সব অন্যায় ঈশ্বরের শক্তিতে পরিত্রাণে রূপান্তরিত, কারণ ক্রুশে মৃত্যু দ্বারা তিনি জগতে পাপের দেনা পরিশোধ করেছেন। মানুষ তার বিদ্রোহের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। মানুষের শাস্তি প্রাপ্য কিন্তু তিনি সবার শাস্তি নিজের উপর তুলে নিয়েছেন। মানুষ এখন পাপের ক্ষমা পেতে পারে এবং তার সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে যেতে পারে।

কোন পশুবলির প্রয়োজন নেই, কারণ যীশু স্বয়ং নিজেকে বলিপ্রাপ্ত হতে দিলেন। মৃত্যুর ওপারে কী আছে সেই ভয় আর নেই, কারণ যীশু সমাধি থেকে উঠে মৃত্যুকে জয় করেছেন।

যিনি রোগীকে সুস্থ করেছেন। পাপীদের ক্ষমা দিয়েছেন আজ শত্রু জয় করে জগতে প্রকৃত প্রভুর মত সমাধি থেকে উঠেছেন।

তারপর তিনি শিষ্যদের বললেন যে তিনি তাদের এক বিশেষ পরিচর্যা কাজে প্রেরণ করতে চান। এই বিশেষ কাজ ছিল জগতকে তাঁর সম্বন্ধে এবং তাঁর কাজের সম্বন্ধে জানানো, এই কাজ ছিল জগতে জানানো যে তার মধ্যে দিয়ে সকল মানুষ, পরিবার, সমাজ ও জাতির পাপ ক্ষমা হবে।

তার মধ্যে জীবন পাবে, মহা দুর্যোগে হারানো সকল কিছু আবার খুঁজে পাওয়া যাবে। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যবর্তি অন্ধকার দূর হবে।

যেহেতু মানুষ যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছে। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যেকার অন্ধকার দূর হবে যেহেতু যীশুর শেখানো পথে মানুষ পরস্পরকে প্রেম ও সেবা করতে শিখেছে।

প্রত্যেকের মনের অন্ধকার দূর হবে যেহেতু যীশুর আত্মা এলেন পরিস্কারক, সুস্থতাদায়ী, নবীকরণের শক্তি নিয়ে।

সৃষ্টির সময়ের অভিশাপ দূর হবে। যখন যীশু আবার আসবেন সৌন্দর্য্য, পবিত্র ও আনন্দের নতুন পৃথিবীতে।

আপনার জন্য এখন যীশু কী চান

যীশু চান আপনি যেন বৃদ্ধি পান ও তাঁর একজন শক্তিযুক্ত পরিপক্ব অনুসরণ কারী হয়ে উঠুন। আপনি যখন যীশুকে আপনার জীবনে আহ্বান করেছিলেন, তিনি এসেছেন, এখন তিনি তাঁর আত্মায় আপনাকে পূর্ণ করে আপনার জীবনকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করতে চান। যীশুর সঙ্গে সম্পর্কে বৃদ্ধি পেতে হলে কী কী বিষয় করা দরকার তা এখানে দেখুন।

১) **যীশুর অপর একজন অনুসরণকারীর থেকে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করুন** জল বাপ্তিস্ম হল একটি চিহ্ন যা বোঝায় আপনি মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবনে প্রবেশ করেছেন এবং এখন একজন যীশুর অনুসরণকারী। বাপ্তিস্ম হল বিশ্বাসের এক পদক্ষেপ যা আপনি দেখান যে ক্রুশেতে তাঁর মৃত্যু আপনার জন্য এবং মৃত্যু থেকে তাঁর পুনরুত্থান আপনাকে এক নতুন জীবন দেবার জন্য। "তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সেই সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।" মথি ২৮:১৮-২০

২) আপনাকে এক নতূন মানুষে পরিবর্তন করতে আপনাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে অন্যের কাছে তাঁর সাক্ষ্য স্বরূপ করতে যীশুর কাছে যাচ্ঞা করুন, তিনি যেন আপনাকে তাঁর আত্মায় সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করেন। যীশুকে বলুন যেন তিনি তাঁর আত্মা দ্বারা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করতে পারেন, যেন আপনাকে নতুন ব্যক্তিতে পরিণত করতে পারেন,

আপনাকে পরিবর্তিত ও অপরের কাছে সাক্ষ্যস্বরূপ রূপে গঠন করতে পারেন। যীশুর একজন অনুসারী, পৌল, বলেছেন, "ঈশ্বরের আত্মায় পূর্ণ হও। একে অপরের সাথে মৃদুতা সহকারে কথোপকথোন কর, ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হও, এবং একে অপরের প্রতি নম্র হও।"

৩) ঈশ্বরের বাক্য থেকে প্রতিদিন শিক্ষা গ্রহণ করুন।

- মথি, মার্ক, লূক এবং যোহন থেকে যীশুর জীবনী শিক্ষা করুন।
- প্রেরিতদের পুস্তক থেকে যীশুর প্রথম অনুসরণকারীদের বিষয়ে শিক্ষা লাভ করুন।
- যীশুর অনুসরণকারীগণ যে সকল পত্র যীশুর অনুসরণকারীদের লিখেছেন যেন তারা তাদের সমস্যার উপর বিজয়ী হয়ে বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে পারেন। সেই সকল পত্রগুলি থেকে শিক্ষালাভ করুন।
- প্রকাশিত বাক্য শিক্ষা করুন যে যীশুই প্রভু তিনি কীভাবে সকল সমস্যার উপরে বিজয় পাবেন এবং সকলই আবার পুনস্থাপিত করবে।

৪) প্রতিদিন সমস্ত কিছুরই জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন। ঈশ্বর আপনাকে ভাল বাসেন তাঁর সন্তানের মত। তিনি চান যেন আপনি আপনার সকল উদ্বেগ, সকল প্রয়োজন এবং সকল ইচ্ছা তাঁর কাছে আনুন।

"কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু সর্ববিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের যাচ্ঞা সকল ঈশ্বরকে জ্ঞাত কর।

তাহাতে সমস্ত চিন্তার অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করিবে।" **-ফিলীপীয় ৪:৬-৭**

৫) নিয়মিত যীশুর অন্য অনুসরণকারীদের সঙ্গে মিলিত হন। আমাদের প্রয়োজন যেন অন্যান্য বিশ্বাসীরা আমাদের সাহায্য করে বৃদ্ধি পেতে, আমাদের জন্য প্রার্থনা করতে, আমাদের ক্ষমা করতে, আমাদের পথ দেখাতে এবং আমরা যেন এই বিষয়গুলি তাদের জন্যও করতে পারি।

"এবং আইস, আমরা পরস্পর মনোযোগ করি, যেন প্রেম ও সৎক্রিয়ার সম্বন্ধে পরস্পরকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারি; এবং আপনারা সমাজে সভাস্ত হওয়া পরিত্যাগ না করি- যেমন কাহারও কাহারও অভ্যাস- বরং পরস্পরকে চেতনা দিই; আর তোমরা সেই দিন যত অধিক সন্নিকট হইতে দেখিতেছ, ততই যেন অধিক এই বিষয়ে তৎপর হই।" -ইব্রীয় ১০:২৪-২৫

৬) অপরের জন্য প্রার্থনা করুন এবং তাদের কাছে আপনার সঙ্গে যীশুর সম্পর্কের কথা বলুন

যীশু বললেন,

"আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, এইরূপ লিখিত আছে যে, খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করিবেন, এবং তৃতীয় দিনে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিবেন; আর তাঁহার নামে পাপমোচনার্থক মন পরিবর্তনের কথা সর্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে- যিরূশালেম হইতে আরম্ভ করা হইবে। তোমরাই এই সকলের সাক্ষী।"

- লূক ২৪:৪৬-৪৮

যীশু আপনার ঈশ্বর ও সমগ্র জগতের সত্য ঈশ্বর

যীশু পুনরুত্থিত হবার পর তাঁর শিষ্যদের একত্রিত করলেন, তাদের সেবাকাজ দিলেন যেন তারা সমগ্র বিশ্বে প্রচার করতে পারে যে তিনি এসেছিলেন যেন সকলে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে আবার পুনর্মিলিত এবং পুনস্থাপিত হতে পারে।

তারপর তিনি স্বর্গে ফিরে গেলেন, যেখানে স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু হিসেবে রাজমুকুট ধারণ করলেন। আর এখন জগতের প্রকৃত প্রভু হিসাবে তাঁর শিষ্যদের শক্তি দিলেন যেন তারা এই সুসমাচার প্রচার করতে পারে যে তিনি মানুষের পরিত্রাতা হয়ে মহা দুর্যোগে হারানো সকল কিছু ফেরত পেতে পারে।

অব্রাহামের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে ঈশ্বর বিশ্বস্ত অব্রাহামের বংশধর নাসরতীয় যীশুর মাধ্যমে জগতকে আশীর্ব্বাদ করলেন। অসংখ্য মানুষ তার আশা আনন্দ এবং জীবনের বাণী গ্রহণ করলেন

অন্যদের কাছে তা প্রচার করলেন। যে প্রতিজ্ঞা তিনি করে ছিলেন বহু পূর্বে যখন সমগ্র জগৎ অন্ধকারে ছিল।

দুহাজার বছর পার হয়ে গেল ঈশ্বরের পরিত্রাণের বাণী জগতে ধ্বনিত হচ্ছে এবং এখন আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে,

আপনার ভয় চলে যাবে,
আপনার লজ্জা মুছে যাবে,
আপনার পাপ ক্ষমা হবে,

আপনার আশাহীনতা
দূরীভূত হবে।

আপনার সকল দ্বন্দ মুক্তিদাতা ও স্বর্গমর্ত্যের প্রভুর নামে ঘুঁচে যাবে। তিনি নাসরতীয় যীশু -নিষ্কলঙ্ক, সকলের পাপের নিমিত্ত বলিপ্রদত্ত মৃত্যু বিজয়ী সকলের প্রভু।

আপনি কী তাঁকে আপনার প্রভু বলে আলিঙ্গন করবেন, এখন তাকে ডাকুন তাকে আপনার প্রভু বলে স্বীকার করুন আর সকলকে এই আনন্দের সুসমাচার জানান।

This joyful news of the renewal of all things
has been brought to you by

WGS Ministries
PO Box 90047
San Antonio, TX 78209
U.S.A.

1.800.248.4687
info@WGSministries.org

www.WGSministries.org

Watch The Renewal of All Things at
www.WGSministries.org/renewal-video/

সকলই নতুন হইল

WGS Ministries
PO Box 90047
San Antonio, TX 78209
www.WGSministries.org

All scripture quoted is based upon the New American Standard Bible.
New American Standard Bible (NASB) Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation

Copyright © 2015 Jonathan Williams

All rights reserved

ISBN-10:1502593858
ISBN-13: 978-1502593856